গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

RECEIVED
22 SEP 2020
PHYSICAL EDUCATION

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯০.০১৬.১৮.২০৫ তারিখ: ২১ শ্রাবণ ১৪২৭
০৫ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের গার্ল গাইডিং এর আওতায় আনার জন্য সহযোগিতা প্রদান।**

সূত্র: বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এর স্মারক নং-গাগা/প্রকা/প্রশা/২০২০-১৮৯৮(৪), তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন হতে প্রাপ্ত সূত্রোক্ত পত্রটি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রে বর্ণিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, ২১ মে ২০১৭ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.৭৬.১২.৩৯৬ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ণরত সকল মেয়েকে গার্ল গাইডিং এর আওতায় আনা এবং গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অনুকূলে ধার্য্যকৃত অর্থ যথাযথভাবে বণ্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

৫-৮-২০২০
মোহাম্মাদ শের মাহবুব মুরাদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৬৫৬৩
ইমেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯০.০১৬.১৮.২০৫/১(২) তারিখ: ২১ শ্রাবণ ১৪২৭
০৫ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, গাইড হাউস নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
২) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৫-৮-২০২০

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
BANGLADESH GIRL GUIDES ASSOCIATION

উপ-সচিব (প্রশাসন)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
উপসচিব (প্রশাসন)

পত্র নং: গাগা/প্রকা/প্রশা/২০২০-১৮৯৮(৪) তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২০

বিষয় : দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের গার্ল গাইডিং এর আওতায় আনার জন্য সহযোগিতা প্রদান ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন। গার্ল গাইডিং দেশের প্রচলিত জনশিক্ষা পাঠ্যক্রম ও সম্পূরক কর্মসূচী হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ফলে বাংলাদেশে শিক্ষাশ্রয়ী গাইড কর্মসূচীর উপযোগিতা ও গুরত্ব বিবেচনা করে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় গাইডিং কর্মসূচীকে সহ-পাঠ্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

১৯১০ সালে ইংল্যান্ডে গাইড আন্দোলন শুরু হয়ে ১৯২৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তা ছড়িয়ে পরে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে গার্ল গাইডস্ আবার জীবন ফিরে পায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক সহযোগিতায়। ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ৩১ নং আইন বলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন মেয়েদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উক্ত আইনের ৪ নং ধারা বলে প্রণীত এবং সরকার অনুমোদিত গঠন ও বিধি অনুসারে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন পরিচালিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক গুন জাগ্রত করে শিশুদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং কার্যক্রম আরো জোরদার ও সম্প্রসারনের আহ্বান জানান এবং সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২১ মে ২০১৭ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্রে (৩.৩.১) স্কাউট ও গার্ল গাইড কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সকল নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ণরত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে সেশনের শুরুতে আবশ্যিকভাবে মাথাপিছু ২৬.০০(ছাব্বিশ) টাকা হারে স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট ফি এবং ১০.০০(দশ) টাকা গার্ল গাইড ফি বাবদ অর্থ ধার্য করা হয়। যার মধ্যে ১৬.০০(ষোল) টাকা স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট ফি এবং ১০.০০(দশ) টাকা গার্ল গাইড ফি হিসাবে ধরা হয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত পরিপত্র মোতাবেক বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন তাঁর সঠিক হিস্যা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত ভাবে এ নির্ধারিত অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রণীত "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০" এ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং আরো জোরদার করতে এবং যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র স্মারক নং- ৩এম/০৩-পি.ই/ভি/৯৬/২৫০(৭৫০) তারিখ: ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে একটি গাইড/স্কাউট দল গঠন ও পরিচালনা করতে হবে। এই আদেশ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ছাত্রীদের নিয়ে 'গাইড দল' এবং ছাত্রদের নিয়ে 'স্কাউট দল' গঠন করতে হবে।

এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্র এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ণরত সকল মেয়েকে গার্ল গাইডিং এর আওতায় আনা এবং গার্ল গাইডস্

অতি: সচিব (প্রঃ ও অঃ) এর দপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
19 JUL 2020

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
BANGLADESH GIRL GUIDES ASSOCIATION

এসোসিয়েশনের অনুকূলে ধার্য্যকৃত অর্থ যথাযথ ভাবে বন্টনের জন্য আপনার দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৬/০৯/২০২০

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
জাতীয় কমিশনার
ও
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩. মহাপরিচালক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
৪. সংশ্লিষ্ট /অফিস কপি